بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায় সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ও সারিয়্যা আমর বিন উমাইয়্যার ঘটনা উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ যেসব **সারিয়্যা বা সেনাভিযানের** উল্লেখ হবে এর মাঝে একটি হলো, **সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা**, যা ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে পরিচালিত হয়েছিল। আবু রা'ফেকে হত্যা করার পর ইহুদীরা **উসায়ের বিন যিরাম**কে নেতা মনোনীত করে। সে ইহুদীদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয় যে, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.) যখনই কোনো উদ্দেশ্যে ইহুদীদের মাঝে কারো কাছে গিয়েছেন কিংবা তাঁর সাথীদের পাঠিয়েছিলেন তখন তিনিই সফলতা লাভ করেছেন, কিন্তু আমি এমন একটি কাজ করব যা আমার পূর্বে কেউ করেনি। ইহুদীদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, আমি গাতফান গোত্রকে জড়ো করে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করব। এ কথা শুনে ইহুদীরা তাকে বাহবা দেয় আর সে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার কাজে নেমে পড়ে। মহানবী (সা.) এ সংবাদ জানতে পেরে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গোপনে **আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা** (রা.)-কে তিনজন সঙ্গীসহ প্রেরণ করেন। তারা গোপনে সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে ফেরত আসেন এবং বলেন, সংবাদ সঠিক অর্থাৎ, **উসায়ের** ও তার সাথীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করছে। এছাড়া একজন অমুসলমান **খারেজা বিন হুসায়েলও** খয়বার থেকে মদীনায় আসে এবং আব্দুল্লাহ্‌র কথার সত্যায়ন করে যে, **উসায়েল** মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করছে।

অতঃপর মহানবী (সা.) **আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)**-র নেতৃত্বে ত্রিশজন সাহাবীর একটি ছোটদল প্রেরণ করেন। তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যেন উসায়েরের সাথে সন্ধিচুক্তি করা যায়, যাতে মুসলমান ও ইহুদীদের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানরা সেখানে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উসায়েরকে সন্ধির বিষয়ে বুঝায় যে, মহানবী (সা.) তোমাদের সাথে শান্তিচুক্তি করতে চান যেন পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। হতে পারে এর বিনিময়ে তুমি খয়বারের নেতা নিযুক্ত হবে আর এজন্য তুমি মদীনায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আলাপ করো। প্রথমে সে সন্ধি করতে সম্মত হয়; তবে অন্যান্য ইহুদী নেতারা তাকে সন্ধি করতে বাঁধা প্রদান করছিল। কিন্তু উসায়ের তাদেরকে বুঝিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে ত্রিশজনের একটি দল নিয়ে যাত্রা করে। পথিমধ্যে **কুরকারা** নামক স্থানে পৌঁছে তার সংকল্পে পরিবর্তন আসে কিংবা তখন তার শয়তানী ইচ্ছা প্রকাশ পায় আর সে উনায়েস (রা.)-এর তরবারির দিকে হাত বাড়ায়। উনায়েস (রা.) সতর্কতার সাথে নিজেকে সুরক্ষা করেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, **হে খোদার শত্রুদল! তোমরা কি আমাদের সাথে প্রতারণা করতে চাইছ?** এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করার পরও সে কোনো উত্তর দেয়নি, বরং মুসলমানদের ওপরে আক্রমণে উদ্যত হয়। তখন মুসলমানরা তাদের সাথে লড়াই করতে বাধ্য হয়। এভাবে উভয় পক্ষের লড়াইয়ের পর সমস্ত ইহুদী নিহত হয় এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় মুসলমানরা সামান্য আঘাত পেলেও সবাই প্রাণে বেঁচে যান। অতঃপর তারা মদীনায় ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। তিনি (সা.) বলেন, قَدْ نَجَاكُمُ اللهُ مِنَ الْقَوْمِ

الظّٰلِمِیْنَ অর্থাৎ, **কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, খোদা তা'লা তোমাদেরকে অত্যাচারী জাতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন।**

এ সম্পর্কে কতিপয় খ্রিষ্টান আপত্তিকারক অভিযোগ করে যে, মুসলমানরা ইহুদীদেরকে এই উদ্দেশ্যেই খয়বার থেকে বের করে এনেছিল যে, পথিমধ্যে তারা তাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু এটি একটি বিদ্বেষমূলক আপত্তি বৈ আর কিছুই নয়। **প্রথমত,** ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, মুসলমানরা এই উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন। **দ্বিতীয়ত**, উনায়েস (রা.) এ কথা বলেছিলেন যে, তোমরা কি আমাদের সাথে প্রতারণার বাসনা রাখো? **অধিকন্তু** মহানবী (সা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো! আল্লাহ্ তোমাদেরকে অত্যাচারী জাতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এই উক্তিগুলো এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, মুসলমানদের নিয়্যত একেবারে পরিষ্কার ও শান্তিকামী ছিল।

পরবর্তী সারিয়্যা হলো, **সারিয়্যা আমর বিন উমাইয়্যা যামেরী**। এর সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে তবে ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে বলে অধিকাংশের মতামত বিদ্যমান। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, আবু সুফিয়ান কুরাইশের কয়েকজনকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমাদের মাঝে কি কেউ এমন নাই যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে হঠাৎ বাজারে চলাফেরা করা অবস্থায় হত্যা করতে পারে? তখন এক মরুবাসী তাকে বলে, আমি অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন। অতএব, তুমি আমাকে সাহায্য করলে আমি তাঁর কাছে যাব এবং তাঁকে আমার খঞ্জর দিয়ে হত্যা করব। এরপর আমি কোনো এক কাফেলার মাঝে মিশে গিয়ে নিরাপদে ফিরে আসব। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাকে একটি উট ও পাথেয় দিয়ে প্রেরণ করে এবং বিষয়টি গোপন রাখতে বলে। এভাবে সে রাতে মক্কা থেকে যাত্রা করে ছয় দিন পর মদীনায় পৌঁছে এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বৈঠকে এসে উপস্থিত হয়, তখন তিনি (সা.) বনু আব্দাল আশআল এর মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তিনি (সা.) তাকে দেখে সাহাবীদেরকে বলেন, এ ব্যক্তি ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তার ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধক। সে যখন আক্রমণ করতে যাবে এমন সময় উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) তাকে পাশ থেকে ধরে ফেলেন এবং দস্তাদস্তির সময় তার হাত থেকে খঞ্জর পড়ে যায় আর সে বলতে থাকে, আমাকে প্রাণে ক্ষমা করো। অতঃপর মহানবী (সা.) তাকে তার এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আবু সুফিয়ান ও তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করে। মহানবী (সা.) তাকে ছেড়ে দেন আর তাঁর (সা.) মহানুভবতার দৃষ্টান্ত দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করে মক্কায় ফেরত চলে যায়।

মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের দুষ্কৃতির বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে দু'জন সাহাবী **আমর বিন উমাইয়্যা এবং সালামা বিন আসলাম (রা.)**-কে মক্কায় প্রেরণ করেন, যেন তারা মক্কাবাসীকে আবু সুফিয়ানের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত করতে পারেন। এছাড়া যদি তারা সুযোগ পায় তাহলে যেন আবু সুফিয়ানকে হত্যা করেন, কেননা সে বারবার মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। নির্দেশ অনুসারে তারা মক্কায় পৌঁছে রাতের বেলা কাবাগৃহ তওয়াফ করেন। এরপর আবু সুফিয়ানকে হত্যার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। পথিমধ্যে মক্কার এক লোক তাদেরকে দেখে ফেলে এবং লোকদের মাঝে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রথমে তারা উভয়ে এক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন সকালে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে আসতে দেখে **আমর বিন উমাইয়্যা** নিজের খঞ্জর দিয়ে সেই ব্যক্তির বুকে আঘাত করেন যার

ফলে চিৎকার করতে করতে সে সেখানেই মারা যায়। এভাবে তারা প্রাণে বেঁচে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

ফেরার সময় পথিমধ্যে তারা কুরাইশের দুজন গুপ্তচরকে দেখে ফেলেন, তারাও হয়ত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল। তারা প্রথমে ঐ দুজনকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ না করে আমর বিন উমাইয়্যা ও তার সাথীদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের একজন মারা যায় এবং আরেকজন বন্দি হয়। হুযূর (আই.) বলেন, এ সংক্রান্ত অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করে বলেন, **পাকিস্তানের** জন্য দোয়ার কথা প্রতিনিয়ত বলে আসছি। কখনো কখনো সেখানে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনা উগ্রপন্থী মৌলভীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি তারা রাস্তা নির্মাণের নামে আমাদের মসজিদ ভাংচুর করেছে। প্রথমে তারা মসজিদের পাশের সামান্য জায়গা অর্থাৎ, গোসলখানা প্রভৃতি অংশ ভাঙ্গার কথা বলেছিল, কিন্তু যখন বুলডোজার নিয়ে আসে তখন মৌলভীদের উস্কানীতে পুরো মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে এবং শহীদ করে দেয়। এই মসজিদটি বেশ পুরোনো এবং দেশবিভাগের পূর্বেই এটি সম্ভবত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মাধ্যমে নির্মিত মসজিদ ছিল। যাহোক, তারা এতটাই সীমাতিক্রম করেছে। এখন আল্লাহ্ তা'লাই রয়েছেন যিনি তাদেরকে দ্রুত ধৃত করতে পারেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র তাদের মুখেই ছুড়ে মারতে পারেন। পাকিস্তানের আহমদীদের অনেক বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। অনুরূপভাবে **ফিলিস্তিনে**ও যুদ্ধবিরতির ঘোষণা শোনা যাচ্ছে, আবার কখনো শোনা যাচ্ছে যুদ্ধবিরতি হয়নি বা যুদ্ধবিরতি হলেও তারা আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। যুদ্ধবিরতির কথা শুনে অনেকে মাত্রাতিরিক্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, দাজ্জালী শক্তির কোনো বিশ্বাস নাই। তারা বলে এক আর করে আরেক। তাই তাদের জন্যও দোয়া করা উচিত। আর মুসলমানদের বিবেকবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন, আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তিনজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। প্রথমত, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাযের দিওয়ান **মুকাররম শেখ মোবারক আহমদ সাহেব,** যিনি গত ১১ই জানুয়ারি ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি জামতের নিরলস সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। পরবর্তী স্মৃতিচারণ কাতার নিবাসী জামা'তের এক নিরলস কর্মী **মুকাররম মুহাম্মদ মুনীর ইদেলবি** সাহেবের, যিনি সম্প্রতি ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তৃতীয় স্মৃতিচারণ রাবওয়ার ওয়াক্‌ফে জাদীদ সেকশনের কম্পিউটার ইনচার্জ **আব্দুল বারী তারেক সাহেবের,** যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হুযূর (আই.) সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে পর তাদের জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার তৌফিক দিন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)